রেখাচিত্র—১ ❑ বাঙালি জাতির উদ্ভব

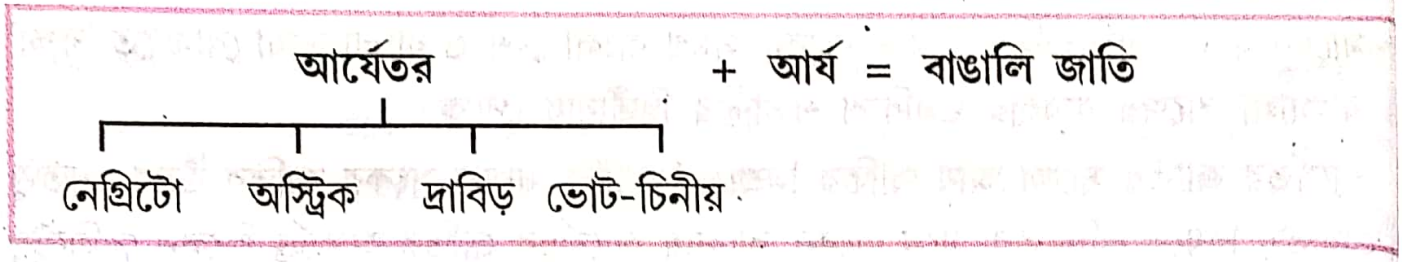

❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব

ভাষা যেন এক বহতা নদী। বিবর্তন, রূপান্তর ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে চলা।

ভূমিকা

প্রায় হাজার বছরের কালসীমায় বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতি বিভিন্ন পর্বে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হতে হতে বাংলা ভাষা ব্যাপ্ত ও বিকশিত হয়েছে। সবরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগীও হয়েছে। এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসন পেয়েছে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অন্যতম বাংলা। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদিজননী

দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা Old Indo Aryan *(O. I. A)*। ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের সূচনা হয় আনুমানিক খ্রি. পূ. ১৫০০ শতকে। তখন ভারতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই প্রধান শ্রেণি ছিল দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক। স্বাভাবিকভাবে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার ছিল আধিপত্য। সুসংগঠিত আর্যশক্তির কাছে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কিছু মানুষ পরাভূত হয়ে বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়, বাকি লোকজন

Scanned with CamScanner

পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। দক্ষিণ ভারতে আধুনিক দ্রাবিড় ভাষার নিদর্শন হল তামিল, তেলেগু, কন্নড় প্রভৃতি। অস্ট্রিক ভাষার অস্তিত্ব বহন করছে কোল, ভিল, সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষা।

যে-কোনো জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের অর্থই হল তাদের ব্যবহৃত ভাষারও অনুপ্রবেশ। কাজেই আর্যরা এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষার প্রবেশ ঘটে। উত্তর ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় আর্য ভাষার বিকাশ ও রূপান্তর হতে থাকে। ভারতীয় আর্যভাষাকে সেদিক থেকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায়।

ভারতীয় আর্যভাষার যুগ বিভাগ

- **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃতর যুগ**
  (আনুমানিক খ্রি. পূ. ১৫০০—খ্রি. পূ. ৬০০)
- **মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগ**
  (আনুমানিক খ্রি. পূ. ৬০০—১০০০)
- **নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাদেশিক ভাষার যুগ**
  (আনুমানিক খ্রি. ১০০০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আদি নিদর্শন হল ঋগ্‌বেদ। বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা 'ছান্দস বা বৈদিক সংস্কৃত' নামে পরিচিত। যজ্ঞানুষ্ঠানে ও মন্ত্রাদিতে ছান্দস ভাষা ব্যবহৃত হত। এই পবিত্র ছান্দস ভাষা গল্প, আখ্যান, কাব্য-কাহিনি প্রভৃতির প্রকাশ-মাধ্যম ছিল না, ছিল **সংস্কৃত ভাষা**। প্রকৃতপক্ষে বৈদিকসংস্কৃত বা ছান্দস আর সংস্কৃত ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপভেদমাত্র। যে-কোনো ভাষা লোকমুখে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হতে থাকলে তার কিছু কিছু বিকৃতি ঘটে। কিছু কিছু অপশব্দ ভাষার মধ্যে আশ্রয় নেয়। বৈদিক সংস্কৃতের মধ্যে ওরকম কিছু বিকার ও অপশব্দের অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে প্রখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণের নিয়মাবলির দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য যে মার্জিত ভাষারূপ গড়ে তোলেন, তা হল 'সংস্কৃত ভাষা' *(Purified Speech)*। পাণিনি-ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধা এই ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের রূপান্তরমাত্র। এই ভাষা সম্পূর্ণ সাহিত্যের ভাষা। এই সমৃদ্ধ ভাষাতে পুরাণ, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন-তর্কবিদ্যা, নাটক, কাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি বহু কালজয়ী অমর-সৃষ্টি হয়েছে।

বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের ভাষা আর জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত লৌকিক ভাষা এক হতে পারে না। এরকম অনুমান করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি লোকসাধারণের ব্যবহৃত 'অসংস্কৃত' আর্য ভাষা প্রচলিত ছিল। কারণ সাধারণ মানুষ ব্যাকরণের জটিল নিয়মকানুন মেনে ভাষা ব্যবহার করতে চিরকালই অক্ষম। তা ছাড়া খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে দুটো ব্যাপার ঘটে। **এক.** সংস্কৃত ভাষা নিয়মের বাঁধন থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে সরল হতে থাকে। **দুই.** লোকসাধারণের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা সাহিত্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান করে নেয়। ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে খ্রি. ১০০০ অব্দের মধ্যে আর্যভাষার যে পর্যায় গড়ে ওঠে, তাকে বলা হয় মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা *(Middle Indo Aryan*

মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষার পশ্চাৎপট

Scanned with CamScanner

বা *M. I. A)* বা পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ যুগ। সাধারণভাবে এই যুগটিকে 'প্রাকৃত' বলে অভিহিত করা হয়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিন্যাসটি লক্ষণীয় :

- **পালি** *(খ্রি. পূ. ৬০০—খ্রি. পূ. ২০০)*
- **প্রাকৃত** *(খ্রি. পূ. ২০০—খ্রি. ৬০০)*
- **অপভ্রংশ** *(খ্রি. ৬০০—৯৫০ খ্রি.)*

❑ প্রাকৃতের প্রথম স্তর পালি। সেদিক থেকে পালিকে বলা যায় প্রাচীন প্রাকৃত। ব্যাকরণ ও উচ্চারণের জটিলতাকে তোয়াক্কা না করে জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষাকে মৌখিক ব্যবহারে বিকৃত করতে থাকলে, ভাষার ওই সরলীকৃত রূপকে যথাসম্ভব ব্যাকরণের নিয়মকানুনে বেঁধে যে ভাষারূপ গড়ে ওঠে, তা হল পালি। অশোকের শিলালিপি ও বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি পালি ভাষার নিদর্শন।

পালি ভাষা

❑ প্রাকৃত ভাষা হল প্রকৃতিপুঞ্জের বা জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। লোকমুখে সংস্কৃত ভাষা ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে বা বিকৃত হতে হতে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব। এটি প্রাকৃত পর্যায়ের দ্বিতীয় স্তর *(খ্রি. পূ. ২০০—৬০০ খ্রি.)*। সংস্কৃত নাটকের সাধারণ লোক-চরিত্রের মুখে এ ভাষার ব্যবহার লক্ষিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল-ভেদে প্রাকৃতের বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ দেখা যায়। সেদিক থেকে বৈয়াকরণেরা কয়েকটি ভাগের কথা বলেছেন। যেমন—১. মহারাষ্ট্রী, ২. শৌরসেনী, ৩. মাগধী ও ৪. অর্ধমাগধী। 'পৈশাচী' প্রাকৃতের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু নিদর্শন মেলেনি। বৈয়াকরণেরা মনে করেন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত-ই মূল প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'গৌড়বহ', 'গাথাসপ্তশতী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশের মথুরা অঞ্চলের উপভাষাকে ঘিরে শৌরসেনী প্রাকৃতের উদ্ভব। পূর্ব ভারতের কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করে যে সাহিত্যিক রূপ গড়ে ওঠে, তা হল মাগধী প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকে নিম্নশ্রেণির চরিত্রের সংলাপে এই ভাষার প্রয়োগ হতে দেখা যায়। জৈনদের কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত হত অর্ধমাগধী, সেজন্য একে জৈনমাগধীও বলা হয়।

প্রাকৃত ভাষা

প্রকৃত ভাষার ভাগ

❑ প্রাকৃতের তৃতীয় বা শেষ স্তর অপভ্রংশ। প্রাকৃতের আরও সরলীকৃত পর্যায় হল অপভ্রংশ। অপভ্রংশ থেকে উত্তর ভারতে আধুনিক বা নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহের জন্ম। মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত থেকে যথাক্রমে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়। বিহার অঞ্চলে শৌরসেনী অপভ্রংশের বিকৃতরূপ অবহট্‌ঠ নামে পরিচিত। বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্তিপতাকা' ও 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠের নিদর্শন।

অপভ্রংশ ভাষারূপ

- ***নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা*** বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে উত্তর ভারতের অঞ্চল বিশেষে আধুনিক বা নব্য ভারতীয় আর্যভাষা *(New indo Aryan বা N. I. A.)* সমূহের উদ্ভব। যেমন—মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ থেকে মারাঠি, শৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে পশ্চিমা হিন্দি, মাগধী অপভ্রংশ থেকে পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মৈথিলি, ভোজপুরিয়া, ওড়িয়া, বাংলা, অসমিয়া প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner